উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের কার্যক্রম

Prepared & Presented By

ডাঃ মোঃ আখতারুজ্জামান

ভেটেরিনারি সার্জন

উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল

সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল

সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

প্রাণিসম্পদ দপ্তরের ভিশন

“সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরন”

প্রাণিসম্পদ দপ্তরের মিশন

প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ।

দপ্তরের জনবল

ক্র নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা	কর্মরত পদ সংখ্যা	শুন্য পদ সংখ্যা
১	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	১	১	০
২	ভেটেরিনারি সার্জন	১	১	০
৩	এস এ এল ও (সম্প্রসারন)	৩	৩	০
৪	এস এ এল ও (কৃত্রিম প্রজনন)	১	১	০
৫	এস এ এল ও (প্রাণিস্বাস্থ্য)	১	০	১
৬	অফিস সহকারী	১	১	০
৭	ড্রেসার	১	০	১
৮	অফিস সহায়ক	১	০	১

উপজেলার প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্যাদি

প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যঃ

১. উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর - ১ টি।

২. কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র - ১ টি।

৩. কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট - ১৩ টি।

৪. সরকারী মোরগ মুরগী পালন কেন্দ্র - ১টি।

উপজেলার প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্যাদি

গবাদিপশুর পরিসংখ্যানঃ

ক্রঃ নং	প্রজাতির নাম	সংখ্যা
১	দেশী গরু	১,৪৭,৮৭৮
৩	সংকর গরু	৫২,৭৭৭
৪	মহিষ	৩,৫২৯
৫	দেশী ছাগল	২,০৩,১৮৫
৬	উন্নত ছাগল	১৫,৩৫০
৭	ভেড়া	২৬,৭৩৪
৮	ঘোড়া	০৮

উপজেলার প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্যাদি

গৃহপালিত পাখির পরিসংখ্যানঃ

ক্রঃ নং	প্রজাতির নাম	সংখ্যা
১	দেশী মুরগী	২,২০,৮৬৫
৩	সংকর/উন্নত	১,১৫,১১৭
৪	পাতি হাঁস	৫৭,৪৩৩
৫	রাজহাঁস	১২,৬৭১
৬	কবুতর	১,২০,২২০

উপজেলার প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্যাদি

খামার সংক্রান্ত তথ্যঃ

১. গাভীর খামার- ৭২ টি।

২. গরু মোটাতাজাকরন খামার - ১৪৫ টি।

৩. ছাগল খামার - ১৩০ টি।

৪. ভেড়ার খামার - ১৭৬ টি।

৫. লেয়ার খামার - ০২টি।

৬. ব্রয়লার খামার- ১৩০ টি।

৭. হাঁসের খামার - ২২ টি।

উপজেলার প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্যাদি

বার্ষিক উৎপাদন (২০২০-২০২১)ঃ

১. দুধ - ৩৮,৭০০ মে.টন।

২. মাংস - ৩৪,১২ মে.টন।

৩. ডিম - ৫.৬ কোটি।

৪. চামড়া - ৯০,৮২৮ টি।

৫. গোবর - ১,৭০,০০০ মে.টন।

৬. বিষ্ঠা - ৭,০০০ মে.টন।

৭. ভেড়ার পশম - ২,৬৭২ কেজি।

৮. বায়ো গ্যাস - ১১৯.৪ ঘন মিটার।

উপজেলার বেসরকারী প্রাণিসম্পদ শিল্প প্রতিষ্ঠান

- ✡মিল্ক চিলিং প্লান্ট ০২ টি
- ✡দুগ্ধজাত পণ্যের কারখানা ৩ টি
- ✡ফিড মিল ০১ টি

কোভিড -১৯ দূর্যোগকালীন সময়ে প্রাণিসম্পদ দপ্তরের কর্মকান্ড

- কোভিড-১৯ সংক্রমনের কারনে ক্ষতিগ্রস্ত খামারীদের তালিকা প্রনয়ণ।
- ক্ষতিগ্রস্ত খামারীদের উৎপাদিত দুধ, ডিম, মুরগি বাজারজাত করনে প্রশাসনের সংগে সমন্বয় করে সরবরাহ অব্যাহত রাখা।
- জেলা প্রশাসন ও প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সহযোগিতায় খামারীদের উৎপাদিত পণ্য ভ্রাম্যমান বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহন।
- সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে চিকিৎসা কার্যক্রম এবং রোগ প্রতিরোধকল্পে টিকা প্রদান কর্মসূচী অব্যাহত রাখা।
- উৎপাদন অব্যাহত রাখার স্বার্থে খামারী ও ডিলারদের সংগে মত বিনিময়।
- প্রাশাসনের সহযোগীতায় জেলার সকল উপজেলায় মিষ্টির দোকান খোলা রাখা।

কোভিড -১৯ দূর্যোগকালীন সময়ে প্রাণিসম্পদ দপ্তরের কর্মকান্ড

চলমান প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ

- এনএটিপি-২
- এলডিডিপি
- মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প
- পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরা রোগ নিয়ন্ত্রন প্রকল্প
- আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্প
- সমতল ভুমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির আর্থ সামাজিক ও জীবন মানোয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প
- জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ সার্ভিস জোরদারকরণ প্রকল্প

প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

- বর্তমান প্রাণিসম্পদ সেবার চাহিদার বিপরীতে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব
- উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব(প্রশিক্ষণ কক্ষ, অফিস কক্ষ, ওটি কক্ষ, ষ্টোর, ডায়োগনোস্টিক কক্ষ)
- কৃষক ও খামারী পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরে সীমাবদ্ধতা
- দুধ, মাংস ও ডিম বিপণন সমস্যা (চিলিং প্লান্ট, প্রসেসিং প্লান্ট , কোল্ডষ্টোরেজ এর অভাব)
- আধুনিক কসাইখানার ও ওয়েট মার্কেটের অভাব
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আধুনিক রোগ নির্নয়ে সীমাবদ্ধতা
- দ্রুত ও জরুরী সেবা প্রদানে প্রয়োজনীয় যানবাহনের অভাব
- প্রয়োজনীয় টিকা (এফএমডি, পিপিআর, ডাকপ্লেগ), ঔষধ, টেষ্ট কিট, আধুনিক চিকিৎসা সামগ্রীর অভাব

বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুপারিশ

- দ্রুত উপজেলা পর্যায়ে শূন্য জনবল পূরণ
- নতুন বা চলমান প্রকল্প সংশোধন করে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মান করা জরুরী (প্রশিক্ষণ কক্ষ, অফিস কক্ষ, ওটি কক্ষ, ষ্টোর, ডায়োগনোস্টিক কক্ষ)
- কৃষক ও খামারী পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরে সীমাবদ্ধতা হ্রাসে রাজস্ব খাতে প্রশিক্ষণ বাজেট বৃদ্ধিকরন
- দুধ, মাংস ও ডিম বিপণন
- মিল্ক পটেনশিয়াল এলাকায় চিলিং প্লান্ট, প্রসেসিং প্লান্ট স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে।

বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুপারিশ

- ডিএলএস ও স্থানীয় সরকারের যৌথ উদ্যেগে জেলা পর্যায়ে আধুনিক কসাইখানার ও ওয়েট মার্কেট নির্মান করা আবশ্যক।
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আধুনিক রোগ নির্নয়ে সীমাবদ্ধতা দূরীকরনে উপজেলায় মিনি ল্যাব স্থাপন করা জরুরী।
- দ্রুত ও জরুরী সেবা প্রদানে প্রয়োজনীয় যানবাহনের অভাব সরবরাহ করা জরুরী।
- এফএমডি, পিপিআর, ডাকপ্লেগ টিকার সরবরাহ বাড়াতে হবে। নীডবেইজ ঔষধ, টেষ্ট কিট, আধুনিক চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয় ও সরবরাহ করা আবশ্যক।

THANK YOU